দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... JAN 1989
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 1

০১

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ২৩শে পৌষ, ১৩৯৫ : ৭ই জানুয়ারী ১৯৮৯

সেই ভর্তি সমস্যা

ইংরেজী বছরের সূচনায় এ নগরীর এক বড় সমস্যা ছাত্র ভর্তি। এ সময়টায় বিদ্যালয়ের নতুন বছরও শুরু হয়। আর ভর্তি মানেই অভিভাবক আর শিক্ষার্থীর সীমাহীন ভোগান্তি। অন্য শ্রেণী তো পরের কথা। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারা কিংবা ভর্তি করানো রাজ্যজয়ের মতই এক দুরূহ ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবককে বিদ্যালয়ে একটি আসন নিশ্চিত করার জন্যে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা 'চাঁদাও' গুণতে হয়।

এ সমস্যাটি নতুন নয়। অনেক বছর ধরেই চলে আসছে। আর ঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয়, সমস্যাটির অবনতি ঘটে আসছে। প্রশ্নটাও এখানেই। শিক্ষা নিয়ে আমরা যখন এত কথা বলি, অত প্রত্যাশা রাখি ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বিকাশের উপর, তখন শিক্ষার প্রাথমিক চাহিদাটি মেটানোর ক্ষেত্রে বিরাজমান এ ব্যর্থতা এমন দীর্ঘ স্থায়িত্ব পায় কি করে? নগরীতে লোক সংখ্যা বাড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে চলেছে হবু শিক্ষার্থীর সংখ্যা। এ সত্য দিয়ে কিন্তু ভর্তি সমস্যার প্রাকট্য সমর্থন করা যায় না। যায় না এজন্যে যে, ছাত্র-সংখ্যার বৃদ্ধি কোনো অজানা বা আকস্মিক ব্যাপার নয়। আগামী বছরে এ নগরীতে বিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিশু-কিশোরের সংখ্যা কি হতে পারে তা এ মুহূর্তেই নির্ণয় করা সম্ভব। এ হিসেব কেউ কষছেন এমন মনে হয় না।

আরও একটি দিক আছে। নগরীর সব বিদ্যালয়েই এমন চাপ পড়ছে এটাও সত্য নয়। সংখ্যাধিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। সকলকে তাই গুটিকয় নামীদামী বিদ্যালয়ে ছুটতে হয়।

একটুখানি পরিচিত বিদ্যালয়ে তাই একটি আসনের জন্যে পনের-জন শিক্ষার্থী আর সেই সঙ্গে অভিভাবকের উমেদারী কিংবা সন্তানের সুশিক্ষার আশ্বাসে সাধ্যাতীত ব্যয়ের বোঝা মাথায় করা চলছেই। অবস্থাটা গুরুত্বের যত অযোগ্যই হোক একে এড়ানোও কারো পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টির দিকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর দেয়া তাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

শিক্ষা তো কেবল বেওয়ারিশ বিষয় নয়। ভর্তি সমস্যার সমাধানও তাই অবশ্যই কারও না কারও দায়িত্বের আওতাধীন। সেই দায়িত্ববানেরা তৎপর হলে সমাধান অসম্ভব থাকবে এমন মনে করি না। এর পাশাপাশি আরো কয়েকটি জরুরী কর্তব্য পালিত হলে এর একটা সুরাহা মিলতে পারে। এ পর্যায়ে প্রথমই আসে নগরীর প্রতিটি বিদ্যালয়কে বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় এনে নির্ভরযোগ্য মানে উন্নীত করা। সে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একাধিক শিফট চালু করা এবং নতুন বিদ্যালয় স্থাপন। সমাধানে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।